রোদ্দুর কথা

(কিছু অর্জনের গল্প)

প্রকাশনা
বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার

সহযোগিতা
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

BDPC

মানুষের জন্য
manusher jonno

সম্পাদনা
মোঃ জাকির হোসেন (আকাশ)

সম্পাদনা সহযোগিতা
কামরুজ্জামান রিপন

তথ্য সংগ্রহ
সাইফুল ইসলাম
আহাদ আলী মৃধা জুয়েল
জুন্নুন আহ্‌মাদ
মোস্তাফিজুর রহমান খোকন
জাবের আলী
ফারহানা রহমান
শহীদুল্লাহ কাওসার
মোঃ মঞ্জুরূল আলম
রফিকুল ইসলাম

লেআউট ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
মানিক সরকার

আলোকচিত্র
মানিক সরকার

প্রকাশ কাল
এপ্রিল ২০১১

প্রকাশনা
বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার

সহযোগিতা
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

রোদ্দুর কথা
(কিছু অর্জনের গল্প)

উন্নয়ন ও প্রকাশনা
বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (বিডিপিসি)

সহযোগিতা
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

সূচীপত্র

ভূমিকা	৩
কামাল উদ্দিনের আয়োজনে গবাদি পশুর টিকাদান	৪
চেইঞ্জ এজেন্ট নাসির উদ্দিন এর চাষী সমাবেশ	৬
ঘুষ ছাড়াই বয়স্ক ভাতার কার্ড আদায়	৮
মুর্তজা আলী খানের সামাজিক উদ্যোগ	১০
মোসলেহ উদ্দিনের উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন	১১
খইমুদ্দীনের আত্মবিশ্বাস ও ঘুষ ছাড়াই কাজ আদায়	১২
রফিকুল ইসলাম কর্তৃক তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ ও ন্যায্য অধিকার আদায়	১৪
জাহাঙ্গীর আজাদের উদ্যোগে যৌতুক বিরোধী র‍্যালী ও আলোচনা সভা	১৬
চেইঞ্জ এজেন্ট ফয়জুল আজিজ এর উদ্যোগে গ্রাম্য রাস্তা সংস্কার	১৭
ইমরুল কায়েসের উদ্যোগে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার বিষয়ক র‍্যালী	১৮
‘আমাগেরে গ্রামে সবজি চাষে অনেক লাভ হয়’	২০
‘সরকারি অফিসগুলো হতে সেবা পাওয়া আমাদের জন্য সুযোগ নয়, অধিকার’	২২
নাজমা বেগমের অধিকার আদায়	২৩
বজলুল করিমের উদ্যোগে চাষী সমাবেশ	২৪
নুরুল ঈমান কুতুবীর আয়োজনে গবাদি পশুর টিকাদান	২৬
সোরহাব হোসেনের কুমড়া চাষ ও কৃষি সেবা	২৮
হোসেন আলী ও তড়কা রোগের ভ্যাক্সিন	৩০
ইয়াদ আলীর বিনামূল্যে গরুর ঔষধ ও টিকা সংগ্রহ	৩২
নুরজাহান বেগমের দূর্নীতি বিরোধী অভিযান	৩৪

ভূমিকা

"জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস" এই লক্ষ্য নিয়ে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাস হতে সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর ও কক্সবাজার জেলার যথাক্রমে চৌহালি, ফরিদপুর সদর ও কুতুবদিয়া উপজেলায় রোদ্দুর নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি কাজ করছে অধিকার ও সুশাসন উন্নয়নের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করার জন্য।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রতিনিয়তই আমরা কোন না কোন দুর্যোগ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছি। আর এসব দুর্যোগে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দারিদ্র জনগোষ্ঠী। সম্পদ ও সেবায় তাদের যথাযথ অধিকার নিশ্চিত না হওয়ায় তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা ক্রমাবনতির দিকে। সঠিক তথ্য না জানার কারণে আমাদের দারিদ্র জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। অথচ জনগণের তথা দেশের মালিকের আজ যাদের সেবা করার কথা তারা থাকছেন আরাম আয়েসে আর সাধারণ জনগণ প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করছে টিকে থাকার জন্য।

রাষ্ট্র সাধারণ জনগণের জন্য যে পরিমাণ সম্পদ তথা সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করেছে তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা গেলে দারিদ্র মানুষ তার অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হবে। আর এর ফলে দুর্যোগ মোকাবেলায় মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। দুর্যোগ আঘাত হানলেও ক্ষতির মাত্রা এমন হবে না যে দারিদ্র হতদরিদ্রে পরিণত হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এই সম্পদ ও সেবার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে? এর জন্য মানুষকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবার পাশাপাশি তা আদায়ে তৎপর হতে হবে। নিজের অধিকার নিজেকেই আদায় করে নিতে হবে। আর রাষ্ট্রের কাজ হবে সম্পদে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

উন্নয়ন কার্যক্রমের বেশিরভাগই যেখানে বস্তুগত সুযোগ সুবিধা নির্ভর সেখানে মানুষকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তার প্রাপ্য সুযোগ সুবিধায় প্রবেশাধিকার তৈরি করা রোদ্দুর প্রকল্পের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু এখন মানুষের চিন্তা চেতনতার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ এখন আর মাছ চাইনা তারা চাই মাছ ধরা শিখতে। রোদ্দুর প্রকল্প এই কাজটিই করছে এবং ইতিমধ্যে অনেক সফলতার উদাহরণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের এই বইতে প্রকল্পের সফলতার কাহিনী থেকে বেছে নেয়া কিছু সফলতার গল্প উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা আশা রাখছি অন্যরাও এই গল্পগুলি পড়ার মাধ্যমে উৎসাহিত হবেন মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করতে। উৎসাহিত হবেন সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করতে। আর এভাবে যদি সমাজের সাধারণ মানুষ সমাজ পরিবর্তনের জন্য, নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য, সম্পদ ও সেবায় নিজেদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করতে থাকে তাহলে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সমাজের সক্ষমতা বাড়বে। দুর্যোগে মানুষের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেক কমে আসবে।

কামাল উদ্দিনের আয়োজনে গবাদি পশুর টিকাদান

কামাল উদ্দিন কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার কৈয়ারবিল ইউনিয়নের ঘিলাছড়ি গ্রামে বাস করেন। কৈয়ারবিল ইউনিয়নের অবস্থান দ্বীপের মাঝামাঝি স্থানে। এলাকার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবি এবং লবণ চাষী। পেশায় কামাল একজন কৃষিজীবি। তার পাশাপাশি তিনি ক্ষুদ্র একটি ব্যবসাও করেন। স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন কামালের বয়স ৫৬ বছর। তিনি তার স্ত্রী ও ৫ ছেলে নিয়ে বসবাস করেন। পিতার নাম মরহুম আলী মিয়া।

২০০৯ সালের শুরুর দিকে রোদ্দুর প্রকল্প শুরু হলে তার ওয়ার্ডে আয়োজিত অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে গ্রামবাসীদের দ্বারা তিনি প্রকল্পের ওয়ার্ড দুর্যোগ প্রস্তুতি কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর থেকে প্রকল্পের অধীনে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচীতে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করে আসছেন এসব কর্মসূচীর মাধ্যমে তিনি অধিকার, সুশাসন, সামাজিক জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সেবা ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা অর্জন করেন।

ঘিলাছড়ি গ্রামের অনেকেই গবাদি পশু পালন করেন। কিন্তু যথাযথ চিকিৎসা সেবা না পাওয়ার কারণে অনেকেই ইতিপূর্বে ক্ষতির সম্মুখীন

হয়েছেন। অনেকের গরু বা ছাগল বিভিন্ন রোগে মারা গেছে। ঘিলাছড়ি গ্রামের অনেকের মতো তিনিও উপজেলা প্রাণি সম্পদ বিভাগ সম্পর্কে জানেন কিন্তু কখনও সেখানে যাননি সেবা নিতে এমনকি উক্ত বিভাগ থেকেও কেউ তাদের পরামর্শ দিতে এসেছেন বলে তিনি জানেন না। ২০১০ সালের শুরুর দিকে তিনি প্রকল্পের অধীনে ওয়ার্ড দুর্যোগ প্রস্তুতি কমিটির জন্য আয়োজিত একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী থেকে জানতে পারেন যে, উপজেলা প্রাণি সম্পদ বিভাগ প্রতি মৌসুমেই গবাদি পশুকে বিভিন্ন রোগবালাই থেকে রক্ষা করার জন্য টিকা প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শেষ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে তিনি উক্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জনাব মোরশেদ আলম এর সাথে যোগাযোগ করেন তার গরুকে টিকা প্রদানের জন্য। কর্মকর্তার সাথে কথা বলে জানতে পারেন যে, একটি ভ্যাকসিন ফাইল দিয়ে ১০০টি গরুকে টিকা দেয়া সম্ভব। কামাল উদ্দিন এই তথ্য জানার পর সিদ্ধান্ত নেন যে, গ্রামে যাদের গরু আছে তাদের সাথে কথা বলে একটি তালিকা তৈরি করবেন এবং তাদের সবাইকে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় গরু নিয়ে হাজির হতে বলবেন যাতে করে অল্প খরচে বেশি গরুকে টিকা দেয়া সম্ভব হয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি উক্ত ওয়ার্ডের প্রকল্পের চেইঞ্জ এজেন্ট মোসলেহ উদ্দিনের সহযোগিতায় একটি তালিকা তৈরি করেন এবং ২০১০ সালের জুন মাসে তার পরিকল্পনা উপজেলা প্রাণি সম্পদ বিভাগের সাথে বিনিময় করেন। কিন্তু প্রাণি সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা তাকে জানান যে, তাদের কাছে পর্যাপ্ত টিকা মজুদ নেই। কর্মকর্তা তাকে জানান যখন টিকা আসবে তখন দেয়া যাবে। তিনি নিয়মিত তাদের সাথে যোগাযোগ করে যেতে থাকেন। এভাবে তিনমাস কেটে গেলে তিনি আবারও উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিসে যোগাযোগ করেন তখন উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা বলেন যে, আমাদের এখানে বিদ্যুৎ নাই তাই খুরা রোগের কোন চিকিৎসা হবে না। তখন তিনি কক্সবাজার গিয়ে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের জানান। কক্সবাজার প্রাণীসম্পদ বিভাগে বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে আসার পর কামাল উদ্দিন আবার উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করলে এইবার উক্ত কর্মকর্তা তাকে টিকা প্রদানের বিষয়ে নিশ্চয়তা দেন এবং তাকে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী সব আয়োজন করতে বলেন।

তারপর ২০১০ সালের অক্টোবর মাসের ১৭ তারিখে ঘিলাছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে কামাল গ্রামের প্রায় অধিকাংশ গরুকে (শতাধিক) একত্রিত করেন এবং প্রাণীসম্পদ বিভাগের একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে টিকা দেওয়াতে সক্ষম হন। তার এই উদ্যেগের ফলে সাধারণ জনগণ প্রাণীসম্পদ বিভাগের সেবাসমূহ সম্পর্কে অবগত হন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেবা নেয়ার জন্য নিয়মিত যোগাযোগ শুরু করেন। কামাল উদ্দিন বলেন- "বিডিপিসির প্রশিক্ষণ কর্মসূচী থেকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। আমি এখন সেবা গ্রহণের জন্য প্রয়োজন মতো বিভিন্ন বিভাগে যোগাযোগ করি। আমার এখন লক্ষ্য কিভাবে গ্রামের মানুষকে আরো সচেতন করা যায়। আমি আরও বেশি মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে চাই।"

চেইঞ্জ এজেন্ট নাসির উদ্দিন এর চাষী সমাবেশ

দুর্যোগপ্রবণ কক্সবাজার জেলার দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়ার দক্ষিণ ধুরুং ইউনিয়নের গণি হকদার পাড়ার দরিদ্র কৃষক আবু সৈয়দ এর তিন ছেলে ও তিন মেয়ের মধ্যে প্রথম সন্তান মোঃ নাসির উদ্দিন। ৩০ বছর বয়সী নাসির উদ্দিন ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত। এলাকার অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর, দরিদ্র কৃষিজীবি, মৎস্যজীবি ও লবণ চাষী। জন সচেতনতার অভাবে এলাকার জনগণ সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে তেমন একটা যোগাযোগ করেন না। পেশায় তিনি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ২০০৯ সালের জানুয়ায়ী মাসে বিডিপিসির রোদ্দুর প্রকল্পের অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে জনগণ নাসির উদ্দিনকে চেইঞ্জ এজেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করে।

তিনি বিডিপিসি'র বিভিন্ন কর্মসূচী থেকে উপজেলার বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন এবং ঐ সকল সেবা পাওয়া যে জনগণের অধিকার সেটাও জানতে পারেন। তিনি লক্ষ্য করেন তার এলাকার অধিকাংশ কৃষকই ডিলারদের কাছ থেকে প্রতিষেধক ও সার সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে যার ফলে অনেক সময়ই তারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

তিনি ভেবে দেখেন যদি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী কৃষক ভাইয়েরা চাষাবাদ করতে পারে তাহলে তারা অনেক বেশি উপকৃত হবে। তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে, এর জন্য দরকার কৃষক ভাইদের ও কৃষি অফিসারকে নিয়ে একটি নিয়মিত পরামর্শ সভার আয়োজন করা, যাতে করে একসঙ্গে অনেক কৃষক কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে জানতে পারেন। এরপর তিনি উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করেন এবং কৃষি কর্মকর্তা আবুল কাসেম ঢালিকে তার পরিকল্পনার বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন। সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তা তার উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং তিনি নিশ্চয়তা দেন যে উক্ত এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়ে দেবেন যাতে করে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন। কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পাবার পর নাসির উদ্দিন তার এলাকায় কৃষকদের বিষয়টি অবগত করেন এবং সকলেই তার ডাকে সাড়া দিয়ে ২০১০ সালের ১৭ মার্চে দক্ষিণ ধুরুং নুরানী মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন। যথা সময়ে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব নেজাম উদ্দিন উপস্থিত হলে কৃষকরা তাদের ফসলের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। অতঃপর উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা একে একে সকলের সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। এমনকি তিনি হাতে কলমে কৃষকদের বেশ কিছু বিষয় শিখিয়েও দেন। একসঙ্গে অনেক বেশি কৃষককে পরামর্শ দিতে পেরে তিনি খুব সন্তুষ্ট হন এবং প্রতিশ্রুতি দেন এখন থেকে নিয়মিত তিনি পরামর্শ দিয়ে যাবেন। কৃষি কর্মকর্তা তার অনুভূতি জানাতে গিয়ে বলেন - "এক সঙ্গে এত বেশি কৃষককে পরামর্শ দিতে পেরে আমার খুব ভাল লাগছে। আমি এখন থেকে নিয়মিত এ ধরণের সভায় উপস্থিত থাকব।" কৃষকবৃন্দও একজন কৃষি বষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে মূল্যবান পরামর্শ পেয়ে অত্যন্ত খুশী হন। এখন নাসির উদ্দিনের এই উদ্যোগের ফলে এই কৃষি পরামর্শ সভা নিয়মিত আয়োজিত হয়ে আসছে এবং কৃষকরা নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছেন।

ঘুষ ছাড়াই বয়স্ক ভাতার কার্ড আদায়

মোঃ হোসেন আলী সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলার সদিয়াচাঁদপুর ইউনিয়নের বোয়ালকান্দি গ্রামের একজন বাসিন্দা। গ্রামটি মূলতঃ একটি চর এবং উপজেলা সদর থেকে নৌকায় প্রায় ২ ঘন্টার রাস্তা। এখানে সরকারি সেবা পাওয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত বিষয়। হোসেন আলী অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। ৪ মেয়ে ও ২ ছেলের জনক তিনি। তার বয়স ৪৭ বছর। এলাকার বেশীরভাগ মানুষই দরিদ্র। মাছ ধরা ও কৃষিকাজ করা এলাকার মানুষের প্রধান কাজ। রোদ্দুর প্রকল্পের শুরু থেকে একজন চেইঞ্জ এজেন্ট হিসাবে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। তিনি বলেন- "রোদ্দুর প্রকল্পের কারণে বুঝতে পেরেছি, চৌহালির মতো দুর্যোগ প্রবণ এলাকার মানুষের দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে আমাদের সবাইকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।"

তিনি মানুষের অধিকার আদায়ে অগ্রদুত হিসাবে ভূমিকা রাখছেন। গত বছর (২০১০) জুলাই মাসে তিনজন বৃদ্ধা এসে তাকে জানান যে তাদের বয়স ৬৫ বছরের উপরে কিন্তু তারা কোন বয়স্ক ভাতার কার্ড পাননি।

এরপর বিষয়টি তিনি উক্ত ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টিগোচর করেন। তারা হোসেনকে জানান যে, এটা ভুল হয়ে গেছে এবং পরবর্তী বরাদ্দ না আশা পর্যন্ত কিছু করা সম্ভব নয়।

কিন্তু মোঃ হোসেন আলী থেমে না থেকে নিয়মিত খোজ খবর রাখতে থাকেন এবং সচিব সাহেব এর কাছে একদিন জানতে পারেন যে তিনজন কার্ড ব্যবহারকারী মারা গেছেন। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি চেয়ারম্যান সাহেবকে সেই কার্ডগুলো উক্ত বৃদ্ধাদের দেয়ার কথা বলেন। চেয়ারম্যান সাহেব তাকে পরে দেখা করতে বলেন। তিনি পরে দেখা করে সেই কার্ডগুলো পরিবর্তন করে ঐ তিন বৃদ্ধাকে কার্ড করে দেন এবং বলেন সমাজ-সেবা অফিসে গিয়ে নতুন কার্ড নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু সমাজসেবা অফিসে ঐ কার্ড নিতে গেলে সেই বৃদ্ধাদের কাছে ৩০০ টাকা দাবি করা হয় এবং টাকা না দিলে কার্ড দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। এটি হোসেন আলী জানতে পেরে সমাজসেবা অফিসে যান এবং তাকেও একই কথা বলা হলে হোসেন আলী বলেন, ‘‘আপনি আমাকে লিখিত দেন যে এই কার্ড উঠাতে ৩০০ টাকা লাগে তাহলে আমি আপনাকে টাকা দেব, না হলে আমি ইউএনও (উপজেলা নির্বাহী অফিসার) স্যার এর কাছে অভিযোগ করবো।’’ তারপরও তাকে কার্ড দেওয়া হয়নি, তখন তিনি ইউএনও সাহেবের এর সাথে কথা বলার জন্য অফিস থেকে বের হলে উক্ত কর্মকর্তা তাকে ডাকেন এবং তার কর্মচারীকে কার্ড দেওয়ার জন্য বলেন। তিনি ঘুষ ছাড়াই কার্ড উঠিয়ে নিয়ে জান এবং বৃদ্ধা তিনজনকে কার্ডগুলো বুঝিয়ে দেন। হোসেন আলী এখন মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি তাদের উৎসাহিত করেন যেন সবাই তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার থাকেন।

মুর্তজা আলী খানের সামাজিক উদ্যোগ

ঘোরজান ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডটি যমুনা নদীর তীর ঘেষে অবস্থিত। আর তাই নদী ভাঙন এই এলাকার একটি সাধারণ চিত্র। এই নদী ভাঙন কবলিত এলাকায় মুর্তজা আলী খানের বসবাস। তার বয়স ৪৫ বছর। তিনি কৃষিকাজ ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত। এলাকার বেশীরভাগ মানুষ কৃষি ও বিভিন্ন ব্যবসার সাথে জড়িত। এলাকায় সমাজসেবক হিসেবে রয়েছে তার বিশেষ সুনাম। তিনি ২০০৯ সালে বিডিপিসি রোদ্দুর প্রকল্পে উক্ত ওয়ার্ডে দুর্যোগ প্রস্তুতি কমিটি গঠন করতে গেলে তাকে সবাই উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি রোদ্দুর প্রকল্পের ওয়ার্ড দুর্যোগ প্রস্তুতি কমিটির একজন সদস্য। তিনি প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সে সকল কর্মসূচী থেকে অর্জিত শিক্ষাসমূহ সর্বদা বাস্তবায়ন করার জন্য সচেষ্ট থাকেন।

২০১০ সালের বর্ষা মৌসুমের ঠিক আগে অর্থাৎ বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসের দিকে এই ওয়ার্ডে নদী ভাঙন ব্যাপক আকার ধারণ করে। নদীর তীর ঘেষেই ছিল একটি স্কুল, একটি মাদ্রাসা এবং একটি মসজিদ। নদী ভাঙনের তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে দু একদিনের মধ্যেই স্কুল, মাদ্রাসা এবং মসজিদটি নদী গর্ভে বিলিন হবার উপক্রম হয়। তখন মুর্তজা আলী ওয়ার্ডের চেইঞ্জ এজেন্টদের মাধ্যমে ওয়ার্ড দুর্যোগ প্রস্তুত কমিটির সভা আহবান করেন। সেই সভায় আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধন্ত গ্রহণ করা হয় যে কমিটির সদস্যরা নিজেরাই স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে সেই স্কুল, মাদ্রাসা ও মসজিদটি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে চালু রাখবে। তখন তারা সবাই মিলে কাজ শুরু করেন এবং তাদের দেখে গ্রামবাসীরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় যা একটি সামাজিক উদ্যোগে পরিণত হয়। আর এভাবে সবার সহযোগিতায় সেই স্কুল, মাদ্রাসা এবং মসজিদকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আবার স্কুল, মাদ্রাসা এবং মসজিদ এর কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। এভাবে একটি উদ্যোগের ফলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

মোসলেহ উদ্দিনের উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন

মোসলেহ উদ্দিন কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া দ্বীপ উপজেলার কৈয়ারবিল ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের ঘিলাছড়ি গ্রামের একজন অধিবাসী। তিনি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরির পাশাপাশি একটি ঔষধের দোকানও চালান। তিনি একজন সমাজ হিতৈষী সচেতন মানুষ। পিতার নাম মরহুম আব্দুস সামাদ এবং মাতার নাম মরহুম মসুরা বেগম। এক সন্তানের জনক মোসলেহ উদ্দিন একজন গ্র্যাজুএট।

মোঃ মোসলেহ উদ্দিন বিডিপিসি বাস্তবায়িত রোদ্দুর প্রকল্পের একজন চেইঞ্জ এজেন্ট। তিনি এই প্রকল্পের সংগে শুরু থেকেই যুক্ত। ২০০৯ সালের শুরুর দিকে তার ওয়ার্ডে বিডিপিসি একটি অবহিতকরন সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় উপস্থিত জনগন তাকে চেইঞ্জ এজেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করে। এরপর থেকে তিনি বিডিপিসি আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুকিঁহ্রাস, অধিকার, সামাজিক জবাবদিহিতা, সুশাসন, তথ্য অধিকার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। মোসলেহ উদ্দিন মানুষের দুর্যোগ হ্রাসের লক্ষ্যে ওয়ার্ড দুর্যোগ প্রস্তুতি কমিটির সদস্যগণ এবং গ্রামবাসীদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করছেন। নিজেকে একজন সচেতন মানুষ মনে করে এটাকে তিনি তার দায়িত্ব মনে করেন।

গত ১৯ অক্টোবর ২০১০ তারিখে মোসলেহ উদ্দিনের ওয়ার্ডে ওয়ার্ড দুর্যোগ প্রস্তুতি কমিটির সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সচেতনতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার নিদর্শন স্বরূপ সমন্বয় সভায় তারা এলাকার রাস্তার পাশে গাছের চারা রোপনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তারা প্রায় ২০০০ টাকা সংগ্রহ করে যা দিয়ে ফলজ ও বনজ প্রায় ২০০ গাছের চারা ক্রয় করা হয়। পরবর্তীতে অর্ধ কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে গাছের চারাগুলো রোপণ করা হয়। এভাবে মোসলেহ উদ্দিন জনগনকে সাথে নিয়ে পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখছেন যা এলাকার দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে। মোসলেহ উদ্দিনের এই সামাজিক উদ্যোগ সমগ্র কুতুবদিয়াতে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি বলেন, "গাছ আমাদের বিভিন্নভাবে উপকার করে থাকে। এটি পরিবেশ রক্ষায় সবচেয়ে কার্যকরী বন্ধু, তাছাড়া এটি বিনিয়োগের একটি ভাল জায়গা। তাই আমরা সবাই মিলে গাছ লাগিয়েছি"।

খইমুদ্দীনের আত্মবিশ্বাস ও ঘুষ ছাড়াই কাজ আদায়

সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালি উপজেলার খাষ কাউলিয়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের চৌদ্দরশি গ্রামের একজন অধিবাসী মোঃ খইমুদ্দীন। তার বয়স ৬৫ বছর এবং তিনি পেশায় একজন কৃষক। গ্রামটি উপজেলা সদর থেকে খুব নিকটে। যমুনা নদীর পাড়ে অবস্থান হওয়ায় ভাঙনের দ্বারা জর্জরিত। খইমুদ্দীন কৃষক হলেও কৃষিকাজ তেমন করেন না। তার অনেক জমিজমা আছে। ছেলেরা খুব শিক্ষিত ও বিদেশে অবস্থান করায় মোটামুটি অবসর সময় কাটান।৩ ছেলে ও ৩ মেয়ে নিয়ে খুব স্বাচ্ছন্দেই তার জীবন চলে। জনগণের যে কোন সমস্যায় তিনি এগিয়ে আসেন।

তিনি বিডিপিসি আয়োজিত অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে এই রোদ্দুর প্রকল্পে একজন চেইঞ্জ এজেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি উপজেলা সদরে ঘোরাঘুরি করলেও সরকারি সেবার ব্যাপারে তেমন কিছুই জানতেন না। তিনি বিডিপিসি'র বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচীর মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, অধিকার, সুশাসন, তথ্য অধিকার আইন, উপজেলা পর্যায়ে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সেবা সম্পর্কে জানতে পারেন।

একজন কৃষি জমির মালিক হিসেবে খইমুদ্দীনকে জমিজমা সংক্রান্ত কাজে প্রায়ই উপজেলা রেজিস্ট্রি অফিসে যেতে হয়। ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি একটি জমি কিনেন এবং সেই জমির রেজিস্ট্রি করতে গত জানুযারী (২০১০) মাসে উপজেলা রেজিস্ট্রি অফিসে যান। সেখানে তহশিলদার এর কার্যালয়ে একজন কর্মচারী খইমুদ্দীনের কাছে নির্ধারিত রেজিস্ট্রি ফি এর চেয়ে বেশি টাকা চান। খইমুদ্দীন তখন কর্মচারীটিকে বলেন যে তাকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিতে হবে কেন তিনি নির্ধারিত ফির চাইতে অতিরিক্ত টাকা দাবী করছেন। জবাবে কর্মচারী বলেন এটা দেয়ার নিয়ম আছে। খইমুদ্দীন তার এই কথার প্রতিবাদ করেন এবং খুব স্পষ্টভাবে তাকে জানান যে, এই অতিরিক্ত টাকা কেন নেয়া হবে এই তথ্য তাকে দিতে হবে এবং টাকা নিলে রশীদ তাকে দিতে হবে নইলে তিনি টাকা দেবেন না। তিনি বলেন তথ্য জানতে চাওয়া আমাদের অধিকার। খইমুদ্দীনের আত্মবিশ্বাস ভরা প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শুনে কর্মচারীটি ঘাবড়ে যান এবং অতিরিক্ত টাকা ছাড়াই নির্ধারিত ফিতে তার কাজ করে দেন।

এখন খইমুদ্দীন যত কাজই করান নির্ধারিত ফির এক পয়াসাও বেশি দেননা। খইমুদ্দীন বলেন- "এখন আমি আমার অধিকার সম্পর্কে সচেতন। অধিকার আদায়ে সবসময় আমি আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলি কারণ আমি সঠিক তথ্য জানি। তাই আমি সবাইকে বলি সঠিক তথ্য জানুন এবং নিজের অধিকার আদায় করুন।"

রফিকুল ইসলাম কর্তৃক তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ ও ন্যায্য অধিকার আদায়

কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার লেমশীখালী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের একজন অধিবাসী মোঃ রফিকুল ইসলাম। তার বয়স ৪৩। তিনি আগে লবনের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে তার ব্যবসা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হওয়ার পর ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। বর্তমানে তিনি তার জমিজমা দেখাশোনা করেন এবং এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। লেমশীখালী ইউনিয়নে বিডিপিসি আয়োজিত অবহিতকরণ সভায় জনগণের সুপারিশের প্রেক্ষিতে মোঃ রফিকুল ইসালাম লেমশীখালী ৩নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে চেইঞ্জ এজেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন। এরপর হতে তিনি কুতুবদিয়াতে বিডিপিসি আয়োজিত বিভিন্ন ট্রেনিং এবং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। এসব কর্মসূচী হতে মানবাধিকার, নাগরিক সনদ, সামাজিক জবাবদিহিতা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপায়সমূহ, তথ্য অধিকার আইন '২০০৯ এসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান

লাভ করেন এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন । রফিকুল ইসলাম নিজেকে একজন সচেতন নাগরিক বলে মনে করেন। নিম্নোক্ত ঘটনা হতে আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাই ।

২০০৯ এর নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে রফিকুল ইসলাম জানতে পারলেন যে সরকারের পক্ষ থেকে ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে লেমশীখালী ইউনিয়নের জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে চাল বিতরণ করা হবে। তিনি তখন কুতুবদিয়ার পিআইও (প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা) এর কাছে টেলিফোন করে জানতে চাইলেন যে লেমশীখালীতে কতজনের জন্য চাল বরাদ্দ দেয়ার কথা আছে এবং মাথাপিছু চালের পরিমান কত। পিআইও তখন রফিকুল ইসলামকে তথ্য দিতে অস্বীকার করলেন । তখন রফিকুল তাকে বলেন যে তিনি এখন তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত । সুতরাং সরকারের এই জাতীয় কর্মসূচী সম্পর্কে জনগণের তথ্য জানার অধিকার আছে এবং পিআইও এর দায়িত্ব সেটা সবাইকে জানানো । তখন পিআইও তাকে জানালেন লেমশীখালীতে মোট ২৭২৫ জনের জন্য মাথাপিছু ১০ কেজি হারে চাল বরাদ্দ আছে ।

নির্দিষ্ট দিনে চেয়ারম্যানের বাড়িতে স্থানীয় জনগণ উপস্থিত হয়ে লাইনে দাঁড়ালেন । চেয়ারম্যানের কাছ থেকে তখন সবাই জানতে পারলেন যে সবাইকে মাথাপিছু ৭ কেজি করে চাল দেয়া হবে । রফিকুল ইসলাম তখন উপস্থিত সবাইকে জানালেন যে তার কাছে তথ্য আছে প্রকৃতপক্ষে বরাদ্দকৃত চালের পরিমান ১০ কেজি কিন্তু চেয়ারম্যান বলছেন ৭ কেজি করে দেয়ার কথা । চেয়ারম্যান তার উত্তরে বলেন এভাবেইতো দিয়ে আসছি বরাবর । কোন সমস্যা হয়নি। উপস্থিত উপকারভোগীরা সম্মিলিতভাবে জানান যে, তাদের জন্য বরাদ্দকৃত নির্ধারিত পরিমাণ চালের একটুও কম নেবেন না । সবার প্রতিবাদের মুখে চেয়ারম্যান সাহেব নত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। সবার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সাড়ে নয় কেজি করে প্রত্যেককে চাল দেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বাকিটা চাল মাপা বা উঠা নামানোর সময় নষ্ট হয় বলে পরিমাণ একটু কম হলো বলে তিনি জানান । এভাবে রফিকুল ইসলাম সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জনগনের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হন ।

জাহাঙ্গীর আজাদের উদ্যোগে যৌতুক বিরোধী র‍্যালী ও আলোচনা সভা

জাহাঙ্গীর আজাদ কক্সবাজার জেলার সাগরকন্যা কুতুবদিয়া দ্বীপ উপজেলার দক্ষিণ ধুরুং ইউনিয়নের শাহ্‌রুম সিকদজার পাড়া গ্রামের অধিবাসী। মা, বাবা, স্ত্রী, ৪ ভাই ও ৫ বোনের বিরাট পরিবার জাহাঙ্গীর আজাদের। জাহাঙ্গীর উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছেন। এলাকার অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র এবং অশিক্ষিত। পরিকল্পিত পরিবার সম্পর্কে তাদের তেমন কোন ধারণা নেই। সমাজের অধিকাংশ মানুষ লবণ চাষ ও সাগরে মাছ শিকারের কাজে নিয়োজিত। কিছু মানুষ কৃষি কাজের (ধান চাষ) সাথে জড়িত। এ সমাজে যৌতুক প্রথা অত্যন্ত প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ এলাকার ছেলে মেয়েদের বিবাহ সাধারণত নিজ এলাকাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে। যৌতুক সমস্যার কারণে অনেক কন্যা দায়গ্রস্ত পিতার মাথায় হাত। তিনি নারী ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠকর্মী হিসেবে কর্মরত আছেন এবং রোদ্দুর প্রকল্পের একজন চেইঞ্জ এজেন্ট হিসাবে কাজ করছেন। প্রকল্পের অধীনে ২০১০ সালে সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরুপণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয় যেখানে কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠী দ্বারা যৌতুক প্রথা একটি অন্যতম আপদ হিসাবে চিহ্নিত হয়। উক্ত কর্মসূচীতে জাহাঙ্গীর আজাদও অংশগ্রহণ করেন।

তিনি বুঝতে পারেন এ বিষয়টি সমাজের মূলে প্রবেশ করেছে। তাই সমাজ থেকে এটি উচ্ছেদ করতে হলে সামাজিক আন্দোলনের পাশাপাশি এর ভয়াবহতার দিকটি সম্পর্কে মানুষের মাঝে ব্যাপক জনসচেতনতা বাড়ানো দরকার। এই লক্ষে কাজ করার জন্য ওয়ার্ড দুর্যোগ প্রস্তুতি কমিটির সমন্বয় সভায় তিনি বিষয়টি আলোচনা করেন এবং যৌতুক বিরোধী র‍্যালী ও আলোচনা সভা আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, সকলকে নিয়ে একটি র‍্যালীর আয়োজন করা হবে যার উদ্দেশ্য হবে জনসচেতনতা বাড়ানো।

জাহাঙ্গীর আজাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ২৭ এপ্রিল ২০১০ সালে এক র‍্যালীর আয়োজন করা হয়, যাতে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত র‍্যালীর পরে যৌতুক প্রতিরোধে সকল পক্ষকে নিয়ে তিনি আলোচনাসভার আয়োজন করেন। তার এই কর্মসূচীর ফলে অনেকেই সচেতন হয়েছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কেউ যৌতুক নেবেন ও না এবং যৌতুক দেবেন ও না। জাহাঙ্গীর আজাদ যৌতুক বিরোধী জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এর পাশাপাশি নিয়মিত উঠান বৈঠক, আলোচনা সভার আয়োজন করে আসছেন।

চেইঞ্জ এজেন্ট ফয়জুল আজিজ এর উদ্যোগে গ্রাম্য রাস্তা সংস্কার

সাগর কন্যা কুতুবদিয়া দ্বীপ উপজেলার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান লেমশীখালী ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের অধিকাংশ অধিবাসী লবণ চাষের সাথে জড়িত। এই ইউনিয়নের সাথে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগের অনেক রাস্তা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত যা চলাচলের জন্য খুব কষ্টসাধ্য। ফয়জুল আজিজ এই ইউনিয়নের পেয়ারাকাটা গ্রামের একজন অধিবাসী। পেশায় তিনি একজন বেসরকারি হাই স্কুলের শিক্ষক। তিনি রোদ্দুর প্রকল্পের একজন চেইঞ্জ এজেন্ট।

তাঁর এলাকার একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ রাস্তা হচ্ছে মীরাখালী গামী রাস্তাটি কিন্তু উক্ত রাস্তাটি যান চলাচলের জন্য একেবারেই অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। যে কারনে স্বাভাবিক চলাফেরার সাথে লবণসহ অন্যান্য পণ্য পরিবহন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। রাস্তাটি সংস্কারের ব্যাপারে এল.জি.ই.ডি দপ্তরে আবেদন পত্র লিখে বারংবার সরাসরি যোগযোগ করেও কোন কাজ না হওয়ায় তিনি এলাকার সকলকে নিয়ে রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি এলাকাবাসীকে নিয়ে গত জানুয়ারী (২০১০) মাসে আলোচনায় বসেন, তাতে তিনি প্রস্তাব রাখেন যে সকলে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের অর্থ দিয়ে রাস্তাটি ঠিক করবেন। তার এই প্রস্তাবে সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মতি জানান। এ এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ফৈজুল আজিজের নেতৃত্বে অর্থ সংগ্রহ করা শুরু করেন এবং তারা ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে। আর সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগৃহিত অর্থ একসাথে করে তারা গত ফেব্রুয়ারী (২০১০) মাসে রাস্তাটির প্রয়োজনীয় সংস্কার করান। এখন রাস্তাটি এলাকার সাথে অন্যান্য এলাকার যোগাযোগ ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করছে এবং গাড়ি চলাচল করায় পণ্য সরবরাহ সঠিকভাবে হচ্ছে। আর এভাবে একটি সফল উদ্যোগের মাধ্যমে সামাজিক একটি পরিকল্পনা কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। উদ্যামী যুবক ফয়জুল আজিজ শিক্ষকতা পেশার পাশাপাশি গবাদি পশু-পাখির টিকা প্রদানসহ নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে জড়িত রাখা অব্যাহত রেখেছেন।

ইমরুল কায়েসের উদ্যোগে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার বিষয়ক র‍্যালী

কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া দ্বীপ উপজেলার আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের পূর্ব আলী আকবর ডেইল এর অধিবাসী ইমরুল কায়েস। তার বয়স প্রায় ১৮ বছর। তিনি বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ইমরুল কায়েস তার ওয়ার্ডে বিডিপিসি কর্তৃক আয়োজিত অবহিত করণ সভায় সকলের মতামতের প্রেক্ষিতে উক্ত ওয়ার্ডের সি.এ নির্বাচিত হন। এরপর তিনি কুতুবদিয়াতে রোদ্দুর প্রকল্পের অধীনে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এবং এসব কর্মসূচী থেকে তিনি দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস, সামাজিক জবাবদিহিতা, মানবাধিকার, সুশাসন, নাগরিক সনদ, তথ্য অধিকার আইন ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেন। এসব জেনে তিনি সমাজের জন্য কিছু করার তাড়না বোধ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন তার এলাকার অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর

এবং তারা খোলা পায়খানা ব্যবহার করে, যা স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তিনি ভাবলেন প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে বুঝানো সময় সাপেক্ষ এবং কষ্টকর। তাই তিনি ওয়ার্ড দুর্যোগ প্রস্তুতি কমিটির সমন্বয় সভায় বিষয়টি তুলে ধরেন। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, এই বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে তারা নিজ উদ্যোগে কর্মসূচী গ্রহণ করবেন। প্রথম কর্মসূচী হিসাবে তারা একটা র‍্যালি আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। কায়েস উক্ত ওয়ার্ডের অপর চেইঞ্জ এজেন্টকে সঙ্গে নিয়ে র‍্যালিতে অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমন্ত্রণ জানান। তারপর ১৩ মে ২০১০ তারিখে ইমরুল কায়েসের প্রচেষ্টায় প্রথম র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত র‍্যালিতে প্রায় কয়েকশত মানুষ অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালীতে জনগণকে সচেতন করার জন্য নানা ধরণের সচেতনতামূলক তথ্য সম্মলিত প্ল্যাকার্ড বহন করা হয়। র‍্যালিটি সন্ধিপী পাড়া থেকে শুরু হয়ে শান্তি বাজার, আলী আকবর ডেইল লঞ্চ ঘাট ঘুরে আবার সন্ধিপী পাড়ায় এসে শেষ হয়।

র‍্যালীটি স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে আগ্রহ ও উৎসুক্যের জন্ম দেয় এবং সবাই বেশ ইতিবাচকভাবেই গ্রহণ করে। ইমরুল কায়েস জনগনের এরূপ আগ্রহ ও সাড়া দেখে ভবিষ্যতে নিজেকে এ ধরনের কাজে সর্বদা নিয়োজিত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ইতোমধ্যে অনেকেই নিজ উদ্যোগে এবং উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অফিসের সাথে যোগাযোগ করে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করেছেন।

ইমরুল কায়েসের জনসচেতনতামূলক কর্মকান্ড এখনও অব্যাহত আছে। কায়েস বলেন– "লেখাপড়ার পাশাপাশি জনগণের কল্যানে কাজ করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয়। সবার দোয়া নিয়ে আমি মানুষের জন্য কাজ করে যেতে চাই।"

‘আমাগেরে গ্রামে সবজি চাষে অনেক লাভ হয়’

সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার খাষ কাউলিয়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের একজন অধিবাসী তারা ভানু। তার বয়স ৩৮ বছর এবং তিনি একজন গৃহিনী। চৌদ্দরশী গ্রামের অধিবাসী তারা ভানু ৩ ছেলে ও ১ মেয়ের জননী, যমুনা নদীর কূল ঘেষে গড়ে ওঠা গ্রামটি উপজেলা সদর থেকে খুব নিকটে হলেও প্রতি বছর বন্যা ও নদী ভাঙন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা ভানু দুর্যোগ প্রস্তুতি সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিলেন না। রোদ্দুর প্রকল্পের অধীনে সচেতন দল গঠন করা হলে উক্ত ওয়ার্ডের সিএদ্বয় এবং মেম্বার সাহেব তার নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। তারা ভানু প্রকল্পের সচেতন দল কর্মসূচীগুলোতে অংশগ্রহণ করে অনেক কিছু জানতে পারেন। এছাড়াও তিনি ওয়ার্ড দুর্যোগ প্রস্তুতি কমিটি ও সিএদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করেন।

তারা ভানু প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা অর্জন করেন। তারা ভানু প্রকল্পের সহায়ক উপকরণ থেকে বাড়ির আশেপাশে গাছ লাগানোর ব্যাপারে অনুপ্রানিত হন।

তারাভানু প্রথম অবস্থায় মাত্র একটি লাউগাছ রোপন করেন তার বাড়িতে এবং সেই গাছ থেকে পরিবারের সবজির অভাব পূরণ করার পরও কিছু লাউ বাজারে

বিক্রি করে লাভবান হন। পরবর্তীতে আরো দুইটি লাউগাছসহ বাড়ির চারপাশে শাক ও সবজির বাগান করেন। বর্তমানে শাক সবজি বিক্রি করে তারাভানুর সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। একসময় যে শাকসবজি বাজার থেকে কিনতে হয়েছে, অনেক সময় কেনার সামর্থ্যও থাকত না- এখন সেই শাক সবজি বিক্রি করে তারা ভানু সংসারের কাজে লাগাচ্ছেন। তিনি এ থেকে কিছু সঞ্চয়ও করছেন এবং তার সংসারের সদস্যদের পুষ্টিকর খাবারের চাহিদা মেটাতে পারছেন।

তারা ভানুর মতে, গ্রামের মানুষ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন নয় এবং ইচ্ছা করলেই তারা পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে না। আর চৌহালীতে প্রায় প্রতিবছরই বন্যার মত দুর্যোগ ঘটে। বন্যার পর মানুষের খাবারের সমস্যা দেখা দেয়, বিশেষ করে পুষ্টিহীনতার ফলে বিভিন্ন রোগ ব্যাধির প্রকোপ বাড়ে। সেজন্য সবার বাড়িতে শাকসবজি চাষ করা উচিত। তিনি তার গ্রামের মানুষকে তার অবলম্বনকৃত পন্থা অনুসরণ করতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন আমার মত এখন অনেকেই বাড়িতে শাকসবজি চাষ করে লাভবান হচ্ছে। তাদের সবার মনের কথা হলো 'আমাগেরে গ্রামে সবজি চাষে অনেক লাভ হয়'।

‘সরকারি অফিসগুলো হতে সেবা পাওয়া আমাদের জন্য সুযোগ নয়, অধিকার’

সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার একটি ইউনিয়ন খাস পুকুরিয়া। মোঃ সুলতান মাহমুদ খাস পুকুরিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের পশ্চিম কোদালিয়া গ্রামের অধিবাসী । তার বয়স ৪৮ বছর এবং তিনি পেশায় একজন শিক্ষক। ১ ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যেই জীবন চালান। গ্রামটি নদীর তীরবর্তী না হলেও উপজেলা থেকে প্রায় ১০ কিমি দুরত্বে অবস্থিত। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো। শিক্ষিত হওয়ায় অনেকটা সচেতন। রোদ্দুর প্রকল্পের শুরু থেকেই তিনি একজন চেইঞ্জ এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। সুলতান মাহমুদ প্রকল্পের একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী হতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে অবগত হন। সুলতান মাহমুদ মনে করেন তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ জানার পর থেকে তিনি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী সচেতন। নীচের ঘটনা হতে আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাই।

সুলতান মাহমুদ পেশায় একজন মাদ্রাসা শিক্ষক হওয়ায় নিয়ম অনুযায়ী প্রতি মাসে তার বেতন নিতে হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। প্রতিমাসে এভাবে বেতনের জন্য বিল পাস করাতে সুলতান মাহমুদ যখন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে যান তখন একজন অফিস সহকারী তার কাছে ১০০ টাকা চান। তিনি ২/৩ বার টাকা দিয়েছেন। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে জানার পর হতে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, আর এভাবে টাকা দেবেন না। পরবর্তীতে তিনি যখন ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে যথারীতি উপজেলা নির্বাহী অফিসে যান, তখন এই অতিরিক্ত ১০০ টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানান। সুলতান মাহমুদ উক্ত অফিস সহকারীকে বলেন যে এই টাকা দেয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি পরিস্কার ধারণা পেতে চান। ঐ অফিস সহকারী যখন জবাব দেন যে, এটা একটা স্বাভাবিক নিয়ম। তখন সুলতান মাহমুদ বলেন যে তাহলে তিনি টাকা দেবেন না, বরং ১০০ টাকা নিতে হলে ধার হিসেবে নিতে হবে। অফিস সহকারী আবার জানান যে, চা-পান খাওয়ার জন্য এই পরিমান টাকা সবাই দেয়। সুলতান মাহমুদ ঘুষ না দেয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত টাকা ছাড়াই বিল পাস করিয়ে আনেন।

সুলতান মাহমুদ বলেন, ‘এখন আমি সবাইকে এসব ব্যাপারে সচেতন করি। আমার প্রতিবেশীরা সরকারি অফিসে যেতে হলে আমাকে সাথে যেতে অনুরোধ করে। আমার ওয়ার্ডের সবাইকে আমি পরামর্শ দেই যে, ‘সরকারি অফিসগুলো হতে সেবা পাওয়া আমাদের জন্য সুযোগ নয়, অধিকার’।

নাজমা বেগমের অধিকার আদায়

নাজমা বেগম ৮ম শ্রেণী পাস ২ সন্তানের মাতা। বয়স প্রায় ৩৫ বছর। ছেলে চাকুরী করে এবং নিজের জমি জমা থেকে চাষাবাদ করে বেশ স্বচ্ছল জীবন যাপন করেন। চৌহালী সদর থেকে প্রায় ১২ কিঃমিঃ দুরত্ব হলেও তিনি উপজেলায় আসা যাওয়া করেন নিয়মিত। নাজমা বেগম বাঘুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্য। তার গ্রামের নাম রেহাইপুকুরিয়া। তিনি রোদ্দুর প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড দুর্যোগ প্রস্তুতি কমিটির সদস্য। প্রকল্পের শুরু থেকেই তিনি অত্যন্ত স্বতঃস্ফুর্তভাবে প্রায় প্রতিটি কর্মসূচীতেই উপস্থিত ছিলেন। এ সকল কর্মসূচী থেকে তিনি অধিকার, সুশাসন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। তিনি একজন নির্বাচিত ইউপি সদস্য হিসাবে আরও বেশি জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করছেন।

মহিলা অধিদপ্তর থেকে দরিদ্র গর্ভবর্তী মায়েদের ভাতা প্রদান করা হয়। সেই ভাতা নিতে হলে হাসপাতাল এ কর্তব্যরত ডাক্তার এর সনদ এর প্রয়োজন হয় যাতে গর্ভাবস্থা নিশ্চিত করা হয়। নাজমা বেগম এর গ্রামের আসমা নামের একজন গর্ভবতী মহিলার এমন সনদের প্রয়োজন দেখা দেয়। আসমা নাজমা বেগমের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি তাকে হাসপাতালে যেয়ে সনদ নেওয়ার পরামর্শ দেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী ঐ মহিলা সনদ গ্রহণ এর জন্য হাসপাতালে আসেন এবং কর্তব্যরত ডাক্তারকে সনদ দেওয়ার কথা বলেন, কিন্তু তিনি টাকা ছাড়া সনদ দিতে রাজি হন না এবং এর জন্য ১০০ টাকা দাবি করেন। পরবর্তীতে সেই মহিলা টাকা না দিয়ে চলে যান এবং নাজমা বেগমকে বিষয়টি বলেন। এরপর নাজমা বেগম হাসপাতালে এসে ডাক্তারকে সনদ দেওয়ার জন্য বলেন। এবারও ডাক্তার তাদের কাছে টাকা চান। নাজমা বেগম সেই সময় বলেন, "আপনাকে টাকা দিব আপনি আমাকে লিখিত দেবেন যে, এই সনদ দিতে ১০০ টাকার প্রয়োজন হয়"। কিন্তু ডাক্তার তা লিখে দিতে রাজি হয় না। নাজমা বেগম যখন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে অভিযোগ করতে যাওয়ার কথা বলেন তখন কর্তব্যরত ডাক্তার বলেন তার আর দরকার হবে না আমি সনদ দিচ্ছি। নাজমা বেগম এভাবে সনদ আদায় করেন এবং অন্য কেউ যেন টাকা দিয়ে সনদ না নেয় সেই জন্য সকলকে পরামর্শ দেন। এভাবেই নাজমা বেগম তার নিজের অধিকার এর পাশাপাশি গ্রামের জনগনের অধিকার রক্ষায় অগ্রদূত হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

বজলুল করিমের উদ্যোগে চাষী সমাবেশ

মৌলভী বজলুল করিম কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার দক্ষিণ ধুরুং ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের একজন অধিবাসী। তার গ্রামের নাম ধুরুং কাঁচা গ্রাম। তিনি একটি মসজিদে ইমামতি করার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথেও জড়িত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অবিবাহিত। তার পিতা মৃত মৌলভী মুহাম্মদ উল্লাহ। বজলুল করিমের বয়স ২৮ বছর। ৫ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়।

মৌলভী বজলুল করিম বিডিপিসি বাস্তবায়িত রোদ্দুর প্রকল্পের একজন চেইঞ্জ এজেন্ট । তিনি রোদ্দুর প্রকল্পের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই যুক্ত। ২০০৯ সালের প্রথম দিকে তার ওয়ার্ডে বিডিপিসি অবহিতকরণ সভার আয়োজন করলে তিনি সেখানে অংশগ্রহণ করেন এবং সকলের সম্মতিতে চেইঞ্জ এজেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি বিডিপিসি আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, অধিকার, সামাজিক

জবাবদিহিতা, সুশাসন, তথ্য অধিকার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিষদভাবে জানতে পারেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি এখন বিভিন্ন সামাজিক উদ্যেগে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

গত ৬ অক্টোবর ২০১০ তারিখে তার ওয়ার্ডে ওয়ার্ড দুর্যোগ প্রস্তুতি কমিটির সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সকলে এলাকার কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার পরে সবাই কৃষির বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহনের জন্য এলাকায় একটি কৃষক সমাবেশ আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বজলুল করিম উপজেলা কৃষি বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে কৃষক সমাবেশের আয়োজন করেন। নির্দিষ্ট দিনে (২০ অক্টোবর ২০১০) তিনি সকল কৃষকদেরকে উক্ত এলাকার ইফাদ কিল্লায় উপস্থিত থাকতে বলেন। ঐ দিন প্রায় ২০০ কৃষক কিল্লায় উপস্থিত হন। অনেকে পোকা আক্রান্ত গাছসহ উপস্থিত হন। উপজেলা সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ মিজানুর রহমান কৃষকদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন এবং লিফ কালার চার্ট (LCC) বিতরন করেন। কৃষি কর্মকর্তা উপস্থিত কৃষকদের তার সাথে যে কোন সমস্যার পরামর্শের জন্য তার মোবাইল নম্বর প্রদান করেন। এর ফলে কৃষকরা কৃষি বিষয়ক যে কোন প্রয়োজনে উপজেলা কৃষি বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে সেবা নিতে পারছেন।

বজলুল করিম বলেন, “এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা অনেক উপকৃত হলাম। বিশেষ করে LCC-এর মাধ্যমে আমরা খুব সহজে বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে পারব”।

নুরুল ঈমান কুতুবীর আয়োজনে গবাদি পশুর টিকাদান

দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত কৃষি পণ্য সমৃদ্ধ (বিশেষ করে সবজি) আলী আকবর ডেইল ইউনিয়ন। এখানে দেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাইলট প্রকল্পটি বিদ্যমান। নুরুল ঈমান কুতুবী এই আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের নাছিয়ার পাড়া গ্রামের অধিবাসী। তিনি একজন কৃষক। কৃষি কাজের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সমাজকল্যাণ মূলক কাজও করে থাকেন।

নুরুল ঈমান কুতুবী বিডিপিসি বাস্তবায়িত রোদ্দুর প্রকল্পের একজন চেইঞ্জ এজেন্ট। ২০০৯ সালে তার ওয়ার্ডে আয়োজিত অবহিতকরণ সভায় অংশ গ্রহন করলে সবার সম্মতিতে তিনি চেইঞ্জ এজেন্ট (সিএ) নির্বাচিত হন। সিএ হিসিবে তিনি বিডিপিসি'র বিভিন্ন কার্যক্রম তথা প্রশিক্ষন ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এবং দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস, অধিকার, সুশাসন, সামাজিক জবাবদিহিতা, তথ্য অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। এখন তিনি বিভিন্ন সামাজিক উদ্যেগে এবং জনসচেতনতামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখে এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। নিম্নোক্ত ঘটনাটি তারই এক উজ্জল দৃষ্টান্ত।

তিনি দৈনিক প্রথমআলো থেকে জানতে পারেন যে সারাদেশে এ্যানথ্রাক্স রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে যা খুবই ভয়ংকর। তখন তিনি উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসে যোগাযোগ করলেন এ রোগের টিকা সংগ্রহের জন্য। প্রথমে প্রাণী সম্পদ অফিস টিকা দিতে আপারগতা প্রকাশ করে। কিন্তু নুরুল ঈমান সাহেব প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তাকে বলেন যে, "এই মুহূর্তে ভ্যাক্সিন দিলে এলাকার অনেক গবাদী পশু রোগে আক্রান্ত হবে না এবং নিরাপদে থাকবে। এছাড়া ভ্যাক্সিন পাওয়া জনগনের অধিকার"। এ কথা শোনার পর প্রাণী সম্পদ বিভাগ ভ্যাক্সিন দিতে সম্মত হয়। এলাকাবাসীকে তিনি ভ্যাক্সিন দেওয়ার কথা বলেন এবং একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে নিজ নিজ গরু নিয়ে আসতে বলেন। ইতিমধ্যে তিনি গরুর মালিকদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ ইং তারিখে তিনি উপজেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের মাঠ কর্মী মোরশেদ আলমের সহযোগিতায় তার এলাকায় ১০০টি পরিবারের ১৭৫টি গরুর টিকা দানের ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন "সমাজের জন্য কিছু করতে পেরে বেশ ভাল লাগছে"। ভবিষ্যতেও তিনি তার এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। তার এই উদ্যোগের দেখাদেখি এলাকার অন্যান্য ওয়ার্ডের চেইঞ্জ এজেন্টগণও নানাবিধ সমাজসেবামূলক কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে অনুপ্রানিত হয়েছেন।

সোরহাব হোসেনের কুমড়া চাষ ও কৃষি সেবা

মোঃ সোরহাব হোসেন ৫২-৫৩ বছর বয়সী একজন উদ্যোমী মানুষ। অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন সোরহাব ৩ মেয়ে ও ২ ছেলের জনক। তিনি বেড়ে উঠেছেন সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা তীরবর্তী চৌহালী উপজেলার বিচ্ছিন্ন একটি ইউনিয়ন ঘোরজানের ০৬ নং ওয়ার্ডে। মূলত এটি একটি চর। এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষক। সেখানে বিদ্যুৎ বা প্রযুক্তির কোন ছোঁয়াও লাগেনি এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা খুবই খারাপ। সেই কারণে সরকারী সেবা সেখানে কল্পনা করা যায় না।

বিডিপিসি আয়োজিত অবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করলে সবার সম্মতিক্রমে সোরহাব হোসেনকে উক্ত ওয়ার্ডে কমিটির সম্মানীত সদস্য হিসাবে মনোনীত করা হয়। এরপর থেকে তিনি বিডিপিসি এর সকল মিটিং এবং প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ করে নিজের দায়িত্বের পরিচয় দেন। প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে তিনি সেবা ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, অধিকার, সুশাসন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেন। এসব জানার পর তার ভেতরে আগ্রহ জন্মায় বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণ এবং অন্যদের সেবা গ্রহনে উৎসাহিত করার জন্য।

যেহেতু তিনি একজন কৃষক সেহেতু তিনি কৃষি চাষাবাদ করেন কিন্তু সেটি কৃষি অফিস বা কর্মকর্তার পরামর্শ ছাড়া। অন্যরাও কৃষি অফিসারের সেবা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তিনি বিডিপিসি এর প্রশিক্ষনে জানতে পারেন কৃষি চাষাবাদের জন্য সরকার কৃষি অফিসের ব্যবস্থা রেখে দেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি চিন্তা করেন তার চাষাবাদে কৃষি অফিসের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। কিছুদিন আগে তিনি তার জমিতে মিষ্টি কুমড়ার চাষ করেন। কিন্তু সেখানে তিনি লক্ষ্য করেন যে, তার কুমড়া গাছগুলো খুব সুন্দর ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও ফুল আসছে না।

তিনি সেই কারনে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষি অফিসে যান এবং কৃষি কর্মকর্তা ও তার ওয়ার্ডের ব্লক সুপারভাইজার মোঃ আঃ সালাম এর

কক্ষে যান। কিন্তু কর্মকর্তা সেই দিন অফিসে না থাকার কারনে তিনি আরও দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। কৃষি অফিসের অন্যরা তাকে সহযোগিতা করেননি। অনেক ঘোরাঘোরির পর তিনি তার মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করেন এবং বাড়ি ফিরে গিয়ে তাকে ফোন করেন কিন্তু তিনি বলেন আমি তো আগামী এক সপ্তাহে যেতে পারবো না তারপরও আপনি বলেন আপনার সমস্যা গুলো কি? তিনি বলেন আমি কুমড়া চাষ করছি, কিন্তু কুমড়া গাছ খুব ভালো হয়েছে তবে ফুল আসছে না। ব্লক সুপারভাইজার বলেন আপনি আপনার গাছগুলো ছিদ্র করে দেন এবং আগামী সপ্তাহে আমি ওখানে এসে আপনার গাছগুলো দেখবো। তার কথামত গাছগুলো ছিদ্র করে দেন এবং অপেক্ষা করতে থাকেন। কৃষি কর্মকর্তা তার জমিতে গিয়ে গাছগুলো দেখেন। আর কোন সমস্যা হওয়ার কথা না কিন্তু কিছুদিন পর তিনি লক্ষ্য করেন ফুলগুলো শুধু মারা যাচ্ছে, কুড়ি আসছে না তিনি আরও দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। এরপর তিনি আবার আঃ সালাম এর শরনাপন্ন হয় এবং তাকে জানান ফুলগুলো মারা যাচ্ছে কোন কুমড়া মারা যাচ্ছে কোন কুমড়া বড় হচ্ছে না তখন ব্লক সুপারভাইজার বলেন আপনি যে ফুলগুলোর সাথে কুড়ি আছে সেই ফুলের উপর যে ফুলে কুড়ি নেই সেই ফুল এর স্পর্শ করান তাতে সমস্যা সমাধান হবে। কারণ আপনার জমিতে যে কুমড়া গাছগুলো আছে তাতে পুরুষ ফুলের সংখ্যা কম থাকায় পরাগায়ন হচ্ছে না। সেই কারনে প্রত্যেক দিন সকালে আপনি একটি বা দুইটি পুরুষ ফুল তুলে প্রত্যেক স্ত্রী ফুলের উপর স্পর্শ করেন তাহলে দেখবেন আপনার স্ত্রী ফুল গুলো মারা যাবে না। সোরহাব হোসেন ঠিক তেমনি ভাবে কাজ করতে থাকেন এবং লক্ষ্য করেন তার কুড়ি আর মারা যাচ্ছে না এবং পরবর্তীতে জমিতে কুমড়ার ফলন ভালো হয় এবং তিনি অনেক মিষ্টি কুমড়া বাজারে বিক্রি করে তার অবস্থার উন্নয়ন করেন। এরপর এই সমস্যা তার ওয়ার্ডে অন্যদেরও দেখা দেয় এবং তিনি সকলকে একই পরামর্শ উপকৃত করেন। সেই কারনে গত মৌসুমে ঘোরজান এর চরধীতপুর গ্রামের মানুষেরা কুমড়া বিক্রি করে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করেন এবং তারা ভালো আছেন। পরবর্তীতে তার ওয়ার্ডে গেলে আমরা জানতে পারি যে এখন এখানকার মানুষ কৃষি অফিসারসহ সকল অফিসে বিভিন্ন প্রয়োজনে যাতায়াত করছে।

হোসেন আলী ও তড়কা রোগের ভ্যাক্সিন

মোঃ হোসেন আলী সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলার সদিয়াচাঁদপুর ইউনিয়নের বোয়ালকান্দি গ্রামের একজন বাসিন্দা। গ্রামটি মূলতঃ একটি চর এবং উপজেলা সদর থেকে নৌকায় প্রায় ২ ঘন্টার রাস্তা। এখানে সরকারি সেবা পৌঁছায়না বললেই চলে। হোসেন আলী অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। ৪ মেয়ে ও ২ ছেলের জনক তিনি। এলাকার বেশীরভাগ মানুষই দরিদ্র। মাছ ধরা ও কৃষিকাজ করা এলাকার মানুষের প্রধান কাজ। রোদ্দুর প্রকল্পের শুরু থেকে একজন চেইঞ্জ এজেন্ট (সিএ) হিসাবে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন।

হোসেন আলী বলেন- "রোদ্দুর প্রকল্পের কারণে বুঝতে পেরেছি, চৌহালির মতো দুর্যোগ প্রবণ এলাকার মানুষের দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে আমাদের সবাইকে আমাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।"

সিএ হিসাবে তিনি তার ওয়ার্ডে বিডিপিসি আয়োজিত সব কর্মশালা ও মিটিংয়ে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেন এবং সিএদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীসমূহতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এই সকল প্রশিক্ষন থেকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস,

সেবা ও সেবা প্রদানকারী সংস্থা, তথ্য অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে জানতে পারেন এবং এসব বিষয়ে জনগনকেও তিনি তার সাধ্যমত জানানোর চেষ্টা করেন।

তার ভাষ্যমতে, "বিডিপিসি'র বিভিন্ন প্রশিক্ষণ থেকে আমি অনেক বিষয়ে জানতে পারি। যেমন- আমাদের জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাঠকর্মী আছে। যারা সপ্তাহে একবার বা দুই বার আমাদের ওয়ার্ডে আসেন। তাদেরকে আমাদের ওয়ার্ডে আমি কোন দিন আসতে দেখিনি। যেহেতু আমি জানি সেবা পাওয়া আমার অধিকার সেই জন্য আমি আমাদের জন্য বেশি প্রয়োজন যে সেবা সেই পশু সম্পদ অফিসারের সাথে যোগাযোগ করি এবং তাকে জানাই যে আমাদের ওয়ার্ডে কখনই কোন মাঠকর্মী যায় না। আবার আমাদের গ্রামেও এত দুরে যে নৌকাযোগে গরু ছাগল নিয়ে এসে চিকিৎসা গ্রহণ সম্ভব হয় না। তিনি ওয়ার্ডের দায়িত্ব প্রাপ্ত মাঠকর্মীর সাথে কথা বলেন এবং তার কাছে তাদের ওয়ার্ডে না যাওয়ার কারণ জানতে চান। সে তখন জানায় যে বোয়ালকান্দি অনেক দুরে অবস্থিত এবং যাতায়াত অনেক ব্যয় সাপেক্ষ, আবার তাদের যাতায়াতের জন্য কোন বাজেট নাই। তখন আমি তাকে জানাই যে আমাদের গরু দেখতে যাবেন এ জন্য আমরা একটা দিন ঠিক করবো এবং আমাদের সব গরু এক জায়গায় থাকবে এবং আপনি একদিন সে সব গরুকে ভ্যাকসিন দিবেন। তার সাথে কথা বলে আমরা সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখ দিন ঠিক করি এবং তাকে সাথে নিয়ে নৌকা ভাড়া করে আমাদের গ্রামে যাই। তিনি ঐ দিনই সব গরুকে টিকা দেন এবং যার কারনে আমাদের গরুগুলোর ভয়ংকর তড়কা রোগের হাত থেকে বেঁচে যায়। এর জন্য গ্রামের সবার কাছ থেকে টাকা উঠিয়ে ৭০০ টাকা তার নৌকা ভাড়া দেয়া হয়। এভাবে সেবা বঞ্চিত সাদিয়া চাঁদপুর ৫নং ওয়ার্ডের সব জনগনের প্রধান সম্বল গরুগুলোকে তড়কা রোগের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি যার জন্য এই বার কোরবানির ঈদে সবাই গরু বিক্রি করে মোটামুটি ভাল ব্যবসা করতে পেরেছি। বিডিপিসি'র প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা আমাদের বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে পেরেছি এবং সেখান থেকে সেবা গ্রহণ করে নিজেদের উন্নয়ন করতে পারছি।"

ইয়াদ আলীর বিনামূল্যে গরুর ঔষধ ও টিকা সংগ্রহ

জনাব ইয়াদ আলী ফরিদপুর সদর উপজেলার ডিক্রিরচর ইউনিয়নের খবির মুন্সীর ডাঙ্গীর বাসিন্দা। খতিব মুন্সীর ডাঙ্গী পদ্মা নদীর মাঝে জেগে উঠা একটি চর। এখানকার বেশির ভাগ লোকজন কৃষিকাজ ও পশুপাখী পালন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তার এলাকায় কোন রাস্তাঘাট নাই। পথে হাটা রাস্তা বিদ্যমান যেখানে ঘোড়ার গাড়ী ছাড়া অন্য কোন যানবাহন নাই এবং শহরের সাথে যোগাযোগের একমাত্র উপায় নৌকা। জনাব ইয়াদ আলী পেশায় কৃষক।

ডিক্রির চর ইউনিয়ন এমন একটি স্থানে অবস্থিত যেখানে যেতে হলে নৌকায় চড়ে যেতে হয় যার কারণে সরকারি সেবা প্রদানকারীরা খুব বেশি আগ্রহ দেখায় না। তাই সরকারি সেবার ক্ষেত্রে ইয়াদ আলীর মতো অনেক মানুষ সেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

তাদের কি পাওয়ার অধিকার আছে বা কতটুকু পাওয়ার তারা দাবিদার। ইয়াদ আলী রোদ্দুর প্রকল্পের সাথে অর্ন্তভুক্ত হবার আগে কিছুই জানতেন না। কিন্তু বিডিপিসি যখন চরের মানুষের অধিকার

জানাতে যায় তখন গ্রামের এই সহজ সরল মানুষটি এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয় নিজে বেঁচে থাকার জন্য ও অন্যকে সুন্দরভাবে বাঁচানোর তাগিদ অনুভব করে।

BDPC কর্তৃক আয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক প্রথম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই সহজ সরল মানুষটির বোধোদ্বয়ের সৃষ্টি হয়, সে বুঝতে পারে তার কি পাওয়ার অধিকার আছে এবং কতটুকু সে পাবে? এরপর থেকে BDPC কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রোগ্রামে এই মানুষটি আসা শুরু করে এবং নিজেকে সুদৃঢ়ভাবে পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালায়।

একদিন জনাব ইয়াদ আলী প্রাণি সম্পদ অফিসে আসেন কিছু কৃমি নাশক ঔষধ ও টীকা বিনামূল্যে সংগ্রহের জন্য। কারণ তিনি বিডিপিসি'র প্রত্যেকটা ট্রেনিং থেকে একটা কথা বারবার শুনেছেন সরকার গরীবদের জন্য কিছু সংখ্যক ঔষধ, পশু সম্পদ অফিস থেকে ফ্রি দেবার ব্যবস্থা রেখেছে। তিনি মেম্বারের কাছ থেকে তথ্য পান যে, পশু সম্পদ অফিস থেকে ঔষধ ও সেবা ফ্রি পাওয়া যায়। তাই যখনই নিজের ও প্রতিবেশী কিছু সংখ্যক লোকের গরুর জন্য কৃমির ঔষধ ও টীকার প্রয়োজন পড়েছিল তখন তিনি এখানে আসেন। যখন তিনি পশু সম্পদ অফিসে পৌঁছান তখন উপজেলা পশু সম্পদ অফিসার অফিসের বাহিরে ছিল। তখন তিনি পশু সম্পদ অফিসের কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাছে ঔষধ ও টীকা চান। তার কথা শুনে সকলে আশ্চর্য হয় যে সে ঔষধ নিতে এসেছে টাকা ছাড়া। তারা তাকে টাকা ছাড়া ঔষধ দিতে রাজি হয় না। ইয়াদ আলী মনে মনে ঠিক করেন যখন অফিসার আসবেন তখন তিনি এই অবস্থার কথা তাকে জানাবে। প্রাণি সম্পদ অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী তাকে চলে যেতে বললেও তিনি ৩-৪ ঘন্টা অপেক্ষা করেন। ইয়াদ আলীর অবস্থা বুঝতে পেরে অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারী তাকে বলে পকেটে যা আছে তা দিয়ে ঔষধ নিয়ে যাও। কিন্তু ইয়াদ আলী অপেক্ষা করতে থাকেন কখন অফিসার আসবে। তিনি মনে করেন ঔষধ পাওয়ার অধিকার তার আছে। যখন অফিসার আসে তখন তিনি অফিসারের রুমে প্রবেশ করতে গেলে অন্যান্য কর্মচারীরা অনুরোধ করে অফিসারের কাছে এসব কথা না বলার জন্য, তারা বলে তোমার যা যা লাগে তুমি বিনামুল্যে নিয়ে যাও। ইয়াদ আলী তখন বিনামুল্যে ঔষধ নিয়ে নিজের ও প্রতিবেশীদের অভাব পূরণ করেন।

ইয়াদ আলী বর্তমানে অধিকার বিষয়ে সচেতন, যিনি সকলকে এখন বোঝান কিভাবে অধিকার আদায় করা যায় এবং তিনি সকলের সামনে দৃঢ় কণ্ঠে কথা বলেন এবং উন্নতির জন্য সদা সচেষ্ট থাকেন। গ্রামের লোকজন ইয়াদ আলীকে পছন্দ করেন এবং কোন সমস্যায় পড়লে ইয়াদ আলীর কাছে তা বলেন। তিনি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে মানুষকে বুদ্ধি পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেন।

নুরজাহান বেগমের দূর্নীতি বিরোধী অভিযান

ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার মজিদ মাতুব্বর ডাঙ্গী গ্রামটি নর্থ চ্যানেল ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। এই ডাঙ্গীটি সম্পুর্ণই পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। এই ওয়ার্ডের বেশীর ভাগ লোক কৃষক ও দিনমজুর। মূল শহর থেকে এলাকাটি প্রায় ২০/২৫ কিঃমিঃ দুরে অবস্থিত। যোগাযোগ ব্যবস্থা পায়ে হেঁটে, নৌকা অথবা ঘোড়ার গাড়ী। নুরজাহান বেগমের বয়স ৪২ বছর। তিনি একজন গৃহিনী ও সমাজসেবক। তাঁর ২ ছেলে ১ মেয়ে। দুই ছেলেই দেশের বাইরে থাকেন এবং মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। জমিজমা আবাদ করে এবং বৈদেশিক উর্পাজনেই তার সংসার চলে। ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রথমে যখন ওয়ার্ড দুর্যোগ প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয় তখন থেকেই নুরজাহান বেগম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হন।

রোদ্দুর প্রকল্পের অধীনে ২০১০ সালের জুন মাসে ফরিদপুরে পাবলিক হিয়ারিং মিটিং এর আয়োজন করা হয় এবং উক্ত মিটিং-এ তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের কাছ থেকে বিভিন্ন সেবা তথ্য সম্পর্কে অবগত হন।

নুরজাহান বেগমের পূর্বের চেয়ে বর্তমানে অনেক আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। যেমন- বলা যায় কিছুদিন আগে তাদের এলাকায় ৪০দিনের কর্মসূচির একটি প্রকল্প এসেছিল। এই প্রকল্পের সাথে জড়িত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও এলাকার কিছু দলীয় জনগন ৪০জন লেবারের কাছে কাজ দেওয়ার জন্য টাকা চেয়েছিলেন এবং তারা বলেছিলেন যারা টাকা দিবেন তারাই কাজ পাবেন। নুরজাহান বেগম এই কথা শুনার পর এলাকার মহিলাদের সবাইকে একত্র করে তাদের নানানভাবে বোঝান এবং সবাইকে টাকা দিতে নিষেধ করেন। শুরু হয় টাকা না দিয়ে কাজ করার আন্দোলন। পরিশেষে কমকর্তাগন কোন উপায় না পেয়ে তাদের কাজ দিতে বাধ্য হন। যে সব মহিলারা কাজে অংশগ্রহন করেন তারা সবাই নুরজাহান বেগমকে বাহ্বা দিতে থাকেন এবং তারা বলেন সত্যের জন্য লড়াই করে জয়ী হওয়ার মধ্যে আনন্দ অনেক আছে।

রোদ্দুর কথা

(কিছু অর্জনের গল্প)

প্রকাশনা
বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার
বাড়ি ১৫এ, সড়ক ৮, গুলশান ১, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮০৫৭৩, ৮৮১৯৭১৮; ফ্যাক্স: ৯৮৬২১৬৯
ই-মেইল: info@bdpc.org.bd

সহযোগিতা
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন